প্রতীতি, বর্ষবরণ, মিতা হক এবং আমরা

আনিসুর রহমান

গত ২৪শে এপ্রিল কার্লিংফোর্ড এর ডন মোর কমিউনিটি সেন্টারে অনুষ্ঠিত হল প্রতীতির বর্ষবরণ ১৪১৭। গত ১০ বছর ধরে এই অনুষ্ঠানটি হয়েছে এ্যাশফিল্ড পার্কের বটমূলে। নানা আসুবিধার কারনে এই প্রথম অনুষ্ঠানটিকে ঢোকানো হল চার দেয়ালের মাঝে। বাস্তবতাকে মানতে হবে জানি কিন্তু বটবৃক্ষের মূল অনেক গভীর; তাকে কি এত সহজে উপড়ে ফেলা যাবে!

এবারের অনুষ্ঠানটিকে সাজানো হয়েছিল দু'টি পর্বে। প্রথম পর্বে ছিল প্রতীতির নিজস্ব শিল্পীদের গান। আর দ্বিতীয় পর্বে ছিল বাংলাদেশের প্রখ্যাত রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী, মিতা হকের একক সঙ্গীতানুষ্ঠান।

ব্যক্তিগত কাজে আটকে গিয়েছিলাম বলে প্রথম পর্ব দেখার সুযোগ হয়নি, তবে কোনো মূল্যেই মিতা হকের অনুষ্ঠান হারাতে চাইনি তাই নির্ধারিত সময়ের আগেই হলে পৌছে গিয়েছিলাম। প্রথম পর্বে কেন আসিনি তার কৈফিয়ত দিতে গিয়ে প্রতীতির এক শিল্পীর কাছে ধমক খেলাম, "ইচ্ছা করে আসেননি"। মৃদু হেসে তিরস্কার হজম করা ছাড়া আর কিইবা করার আছে।

প্রতীতির কর্ণধার সিরাজুস সালেকীনের সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের পর মঞ্চে এলেন নন্দিত শিল্পী মিতা হক। গাইলেন কে বসিলে আজি হৃদয় আসনে। তারপর প্রাণে খুশির তুফান উঠেছে। এভাবে দশ বারোটা গানের পর খাবার বিরতি। বিরতির পর তানিম হায়াত খানের সরোদের সাথে গাইলেন তুমি কোন কাননের ফুল তুমি কোন গগনের তারা... সরোদের সাথে রবীন্দ্র সঙ্গীত... কি যে অপূর্ব লেগেছে এই মিশ্রন... লিখে প্রকাশ করা অসম্ভব। এভাবে আরো দশ বারোটা গানের পরে সিরাজুস সালেকীনের বিশেষ অনুরোধে একটা সংস্কৃত ভাষায় রচিত গান দিয়ে শেষ করলেন অনুষ্ঠান। গানটির কথা কিছুই বুঝিনি কিন্তু এটা যে বেশ জটিল এবং অপূর্ব সুরের কারুকাজ মন্ডিত একটা গান তা বুঝেছি অনায়াসে। না এখানেই শেষ নয়। এর পর মিতা হকের সাথে

গলা মিলিয়ে বা মেলাবার চেষ্টা করে আমরা সবাই গাইলাম - আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি। বহু অনুষ্ঠানে বহুবার জাতীয় সঙ্গীত গেয়েছি কিন্তু এত ভাল কোনদিন লাগেনি। এত দরদ দিয়ে গেয়েছে তিনি গানটা। অপূর্ব! আসলে বেশিভাগ সময় আমরা গানটা দায় সারা ভাবে গাই। মিতা হক নতুন করে স্মরন করিয়ে দিলেন এ গানের প্রকৃত মহিমা।

যারা রবীন্দ্র সঙ্গীত ভালবাসেন তাদের কাছে রবীন্দ্র সঙ্গীত শোনা শুধু গান শোনা নয় বরং অনেকটা ধ্যান করার মত ব্যাপার। তন্ময় হয়ে এর সুর আর ভাবের জোয়ারে ভেসে যেতে চায় মন। আমরা হলভর্তি মানুষ সে চেষ্টাই করেছি কিন্তু পিন পতন নিরবতা না হলে ধ্যানে ব্যাঘাত ঘটে। বার বার শুধু মনে হচ্ছিল হলের ভেতর বাচ্চাদের ছুটাছুটি বন্ধ করার কি কোনো উপায় নেই? গান চলার সময় কথা বলা, মেঝেতে পা ঠোকা, শব্দ করে চেয়ার টানা বা ঠেলে দেওয়া, সিট ছেড়ে উঠে যাওয়া কি এতই জরুরী? অপেরা হাউসের কোন সিম্ফনি বা কনসার্টে এসব দেখা যায় না কেন? আমাদের কিসের অভাব?